দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী কি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে? পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরের তথ্যাদি এই প্রশ্ন উচ্চকিত করে তুলেছে। এতে বলা হয়েছে যে, শিক্ষামন্ত্রীর আপত্তির কারণে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্পের পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে। এই প্রকল্পের পরিধি ও অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাবটিই যে শুধু নাকচ হয়ে গেছে তা নয়; বরং, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সাম্প্রতিক এক সভায় প্রকল্প ব্যয় ১৬৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকা হ্রাস করা হয় এবং এই প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিয়নের সংখ্যা ১ হাজার ৭শ' ৩টি থেকে কমিয়ে ১ হাজার ২শ' ৪৩টি নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পরিচালিত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্পের জন্য এটা কিছুতেই সুখবর নয়। একে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি দুর্ভাগ্যজনক পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেননা, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাংলাদেশের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং সকল পদক্ষেপ হিসেবেও ইতোমধ্যে গণ্য হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচী প্রশংসিত হয়েছে এবং অনেকেই একে উন্নয়নগামী অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

এরকম একটি কর্মসূচীর পরিধি ও ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধিটাই ছিল স্বাভাবিক এবং সকলের আকাংক্ষিত। কারণ, এই কর্মসূচী দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় সংকট যে ড্রপআউট তা নিরসনে সকল ভূমিকা পালন করে চলছিল। বাংলাদেশের মত অর্থনৈতিক প্রকৃতির দেশে সকল ক্ষেত্রে উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক লাভ-লোকসানের নিরিখেই। আরো বড় কথা, ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী বৃহত্তর কল্যাণের চেয়ে আপাত প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে। একজন দরিদ্র কৃষক, বর্গাচাষী বা দিনমজুরের কাছে তার সন্তান বিদ্যালয়ে যাবে, লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে সচ্ছল জীবন-যাপন করবে—এই চেতনার চেয়ে স্বাভাবিক কারণেই বেশী জরুরী হয়ে পড়ে এই ভাবনা যে, তার শিশু বা কিশোর সন্তানটি তার কাজে-কর্মে কতটা সহায়তা করছে কিংবা পরিবারের জীবনযাত্রায় ব্যয় নির্বাহের জন্য কতটা উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠতে পারছে। ফলে, এই শ্রেণীর পিতা-মাতার সন্তানরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হতে পারে না, মাঝ পথেই বিদ্যালয় থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ে পিতার কৃষি ক্ষেতে কিংবা উপার্জনের ঘানির তলে। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়টি সমাপ্ত করার আগে এই যে ড্রপআউট বা ছিটকে পড়া তা বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, অন্য কথায় ভবিষ্যতের শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়েছে। কেননা, এদেশে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দরিদ্র, অসহায় পিতা-মাতার সন্তানদের সংখ্যাই বেশী। কাজেই, দেশে শিক্ষার বিস্তার ব্যাপক করে তোলার জন্য, শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য বিগত সরকারের আমলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী সার্বিকভাবে সফল হয়েছে, এমন কথা আমরা বলবো না। তবে, কর্মসূচীটি যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, ড্রপআউটের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এইটুকু সাফল্যও কম নয়। আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টিতেও এই সাফল্য ধরা পড়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। তবে, একথাও বলতে হয়, প্রায় সর্বক্ষেত্রে শিকড় গেড়ে বসা দুর্নীতির তরঙ্গাঘাত এই নয়া ক্ষেত্রটিতেও সংক্রমিত হয়েছে। গত কিছু দিনে এক্ষেত্রে অনিয়ম, কারচুপি, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির মাত্রা বাড়তে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। আর এগুলো দূর করে এই কর্মসূচীর খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করে তোলাও অপরিহার্য। কিন্তু এই কারণের জন্য শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিধি হ্রাস করতে হবে, ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হবে—এটা কোনো যুক্তির কথা নয়, জাতির জন্য প্রয়োজনীয় কথাতো নয়ই।। উল্লেখিত খবরে বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পের পরিধি আরো বাড়ানোর যে প্রস্তাব উত্থাপন করে খোদ শিক্ষা মন্ত্রীই তাতে আপত্তি জানান। তার আপত্তির কারণেই এই কর্মসূচীর অনুমোদিত অর্থ হ্রাস করা হয়। খবরে এ-ও উল্লেখ করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরে যে ৫শ' ৭২ কোটি ৯৯ লাখ ৭২ হাজার টাকা নিয়োগ ব্যয় অনুমোদিত হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হয়ে নেমে এসেছে ৪শ' ৫ কোটি ২০ লাখ ৯৬ হাজার টাকায়। যাহোক, খবরে শিক্ষামন্ত্রীর যে ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, প্রকল্পের পরিধি না বাড়িয়ে খাদ্য বিবরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, বিতরণ ব্যবস্থা বা প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু, এই অজুহাতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিধি এবং ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা সফল হিসেবে গণ্য ও জাতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্পকে সংকুচিত ও নিরুৎসাহিত করারই নামান্তর। গত সরকারের একটি সফল প্রকল্পকে কেন, কোন কারণে সংকুচিত করা হচ্ছে—এ প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই তৎপরতা অনাকাংক্ষিত এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে তা থেকে মুক্ত রাখা সময়ের দাবী।